মোঃ মাসুদ আলী নিহত হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার মাগুরা

২৫ শে মার্চ ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩০ টায় ঢাকা মহানগরীর শাহ আলী মডেল থানার পুলিশ সদস্যরা সাদা পোশাকে ৫৮৩, পশ্চিম মনিপুর মোল্লা রোডের বাসিন্দা মোঃ দাদন মিয়া ও আছিয়া বেগমের ছেলে মোঃ মাসুদ আলী (২৬) কে মিরপুরের সনি সিনেমা হলের সামনে থেকে আটক করে। মাসুদকে আটক করার পর মাইক্রোবাসে উঠিয়ে নিয়ে মিরপুর-১ চিড়িয়াখানা সড়কের রাইনখোলা মোড়ের ৫৫ নম্বর বক্স নগরে সেতু বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সামনে নিয়ে যায়। সেখানে পুলিশ সদস্যরা মোঃ মাসুদ আলীকে গুলি করে হত্যা করে বলে পরিবারের অভিযোগ।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- মাসুদের আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- লাশের ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক
- মর্গ-সহকারী
- লাশের গোসলদানকারী এবং
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবি: মোঃ মাসুদ আলী

মোঃ দাদন মিয়া (৫৬), মোঃ মাসুদ আলীর পিতা

মোহাম্মদ দাদন মিয়া অধিকারকে জানান, তাঁর গ্রামের বাড়ী মাদারীপুরের শিবচর থানার দুদিয়া খন্ড গ্রামে। তিনি সপরিবারে ঢাকার ৫৮৩, পশ্চিম মনিপুর মোল্লা রোডে থাকেন। বড় ছেলে মোঃ আসাদ মনিপুরের বরবাগ এলাকায় আজমত গার্মেন্টস লিমিটেড থেকে ঝুট নিয়ে বিক্রি করে সংসার চালাতো।

বড়বাগের নান্টু, সেন্টু, কুদ্দুস, আইয়ুব আলী, বুলু ওরফে রিপন, সগির এবং শামীম নামের কয়েকজন দুর্বৃত্ত ঝুট ব্যবসায় বাধা দেয় এবং তাদের বাধা সত্ত্বেও ব্যবসা বন্ধ না করায় তারা আসাদকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেয়। সেই মামলায় আসাদ গ্রেপ্তার হয়ে জেল খাটছে। পরে ছোট ছেলে মাসুদ ব্যবসাটি পরিচালনা করতে থাকে। ঝুট ব্যবসায়ের পাশাপাশি মাসুদ যাত্রীবাহী বাসের হেলপার ছিল। ঝুট ব্যবসা করার কারণে দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যার হুমকি দিতে থাকে।

২৬ অগাস্ট ২০১০ এ তিনি তাঁর দুইছেলের নিরাপত্তা চেয়ে মিরপুর থানায় সাধারণ ডায়েরী (জিডি) করেন। আবারও জীবন নাশের হুমকির কারণে ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২ মিরপুর থানায় জিডি করেছিলেন। ঐ দুর্বৃত্তরা এরপর থেকে মাসুদকে হত্যা করার জন্য আরো তৎপর হয়ে ওঠে।

২৫ শে মার্চ ২০১২ রাতে তাঁর পরিচিত একজন (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) তাঁকে জানায় যে, ২৫ মার্চ ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩০টায় মিরপুরের সনি সিনেমা হলের সামনে থেকে তাঁর ছেলে মোঃ মাসুদ আলীকে সাদা পোশাকে শাহ আলী মডেল থানার পুলিশ সদস্যরা গ্রেপ্তার করেছে। পরে মাসুদকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডের রাইনখোলা মোড়ের ৫৫ নম্বর বক্সনগরের সেতু বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর কাছে নিয়ে যায়। ঐ ব্যক্তি তাঁকে আরো জানান, পুলিশ সদস্যরা মাসুদকে মাইক্রোবাস থেকে নামিয়ে সামনে দৌঁড়াতে বলে তারপর মাসুদের পেটে এবং কুঁচকিতে গুলি করে। গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় মাসুদ চিৎকার করতে থাকে। গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে আশেপাশের লোকজন ছুটে মাসুদের কাছে এসে ভীড় জমায় এবং মাসুদকে হাসপাতালে নেয়ার জন্য পুলিশ সদস্যদের অনুরোধ করে। তখন পুলিশ সদস্যরা কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। এতে লোকজন দুরে সরে যায়। প্রায় ১ ঘন্টা পর মাসুদের মৃত্যু নিশ্চিত করে পুলিশ সদস্যরা লাশ মাইক্রোবাসে তোলে।

২৬ মার্চ ২০১২ তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান এবং রাত ১১.০০টায় মর্গ থেকে মাসুদের লাশ নিয়ে মাদারীপুরের শিবচর থানার দুদিয়া খন্ড গ্রামে দাফন করেন। দুর্বৃত্তরা নিজেরা মাসুদকে হত্যা করতে না পারায় শাহ আলী মডেল থানার পুলিশ সদস্যদের ৫ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে তাদের দিয়ে মাসুদকে হত্যা করিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

মোঃ হানিফ খন্দকার (৪০), মাসুদের বড় বোনের স্বামী

মোঃ হানিফ খন্দকার অধিকারকে জানান, ২৬ মার্চ ২০১২ আনুমানিক সকাল ৭.০০ টায় তিনি মাসুদের ছোট বোনের কাছে জানতে পারেন যে, মোঃ মাসুদ আলী ২৫ মার্চ ২০১২ রাতে বাসায় ফিরেনি। এ খবর পেয়ে তিনি বিভিন্ন জায়গায় মোঃ মাসুদ আলীর খোঁজ করেন। কোথাও খুঁজে না পেয়ে মিরপুর থানায় যান, সেখানেও খুঁজে না পেয়ে শাহ আলী মডেল থানায় যান। শাহ আলী মডেল থানার একজন পুলিশ সদস্য তাঁকে জানায় যে, ২৫ মার্চ ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.০০ টায় চেক শার্ট ও জিন্স প্যান্ট পড়া আনুমানিক ২৫ বছর বয়সী এক যুবকের কোন অভিভাবক না পেয়ে অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যাক্তি হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এরপর তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে গিয়ে তাঁর শ্যালক মাসুদের লাশ সনাক্ত করেন।

তিনি দেখেন, মাসুদের দুই হাতে রক্ত এবং তার পেটের ওপরে, কুঁচকীতে এবং দুই হাঁটুর পাশে গুলির চিহ্ন রয়েছে।

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) প্রত্যক্ষদর্শী

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রত্যক্ষদর্শী অধিকারকে জানান, ২৫ মার্চ ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩০টায় রাইনখোলা মোড়ে অবস্থিত নির্মাণাধীন ভবন সেতু হোমসের সামনে তিনি সে সময়ে চায়ের দোকানে বসে চা পান করছিলেন। এমন সময় একটি মাইক্রোবাস এসে সেখানে থামে। সাদা পোশাকের ৭/৮ জন পুলিশ সদস্য একটি মাইক্রোবাস থেকে মোঃ মাসুদ আলীসহ নামে। একজন পুলিশ সদস্য মোঃ মাসুদ আলীকে ডেকে নিয়ে সেতু হোমসের সামনে রাখা ইটের স্তুপের কাছে নিয়ে যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে মাসুদের সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ সদস্য নিচু গলায় কথা বলে এবং মাসুদের হাতে ওই লোকগুলো কিছু একটা দিতে চাচ্ছিল যা মোঃ মাসুদ আলী নিতে চায়নি। কিছুক্ষণ পর মোঃ মাসুদ আলী পুলিশ সদস্যদের কাছ থেকে ছাড়া পাবার জন্য পা ধরে কাকুতি-মিনতি করে অনুরোধ করতে থাকে এবং সেটাও তিনি দেখেন। এমন সময় হঠাৎ করেই মোঃ মাসুদ আলীকে একজন পুলিশ সদস্য গুলি করে। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এরপর ওই পুলিশ সদস্য আরও একটি গুলি করে। ঐ সময়ে মোঃ মাসুদ আলী আর্তচিৎকার করার পরপরই ওই পুলিশ সদস্য আরও দুটি গুলি করে বলে তিনি জানান। তিনি দৌঁড়ে মাসুদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁকে সেখান থেকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এ ঘটনায় যারাই তাঁর মত মাসুদের কাছে এগিয়ে গিয়েছে সবার ওপরেই পুলিশ সদস্যরা উত্তেজিত হয়ে চড়াও হয় এবং সবাইকে তাড়িয়ে দেয়। পুলিশের ধাওয়া খেয়েও স্থানীয় লোকজন ভীড় করে থাকায় পুলিশ সদস্যরা শাহ আলী মডেল থানায় ফোন দেয়। ফোন পেয়ে ২০/২৫ জনের পোশাক পরিহিত পুলিশ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে লোকজনকে ভয়ভীতি দেখানোর জন্য ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। তিনি তখন দুরে সরে গিয়েও দেখতে পান যে, একজন পুলিশ সদস্য মাসুদের প্যান্টের দুই পকেটে দুইটি আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এরপর পুলিশের নির্দেশে সেতু হোমসের সাইনবোর্ডের সঙ্গে থাকা বাল্ব নিভিয়ে ফেলে ঘটনাস্থলটিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখা হয়। মোঃ মাসুদ আলী প্রায় ১ ঘন্টা রাস্তায় পড়ে থেকে চিৎকার করেছিল। অনেক মানুষ মাসুদের ওপর গুলি করার দৃশ্য দেখেছেন বলেও তিনি জানান।

জাহিদুর রহমান খান, এস আই, শাহ আলী মডেল থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, মিরপুর ঢাকা

এসআই জাহিদুর রহমান খান মোঃ মাসুদ আলীর নিহত হওয়ার বিষয়ে কথা বলতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। তিনি এ ব্যাপারে শাহ আলী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনিছুর রহমানের সঙ্গে কথা বলার জন্য বলেন।

মোঃ মশিউর রহমান, এ এস আই,শাহ আলী মডেল থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

এএসআই মোঃ মশিউর রহমান অধিকারকে বলেন, ২৫ মার্চ ২০১২ সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় মিরপুরের চিড়িয়াখানা রোডের রাইনখোলা মোড়ে অবস্থিত নির্মাণাধীন ভবন সেতু হোমসের সামনে পুলিশ ও দুর্বৃত্তদের মধ্যে গোলাগুলির এক পর্যায়ে তিনি আহত হন। ওই ঘটনায় মোঃ মাসুদ আলী নামের এক দুর্বৃত্ত আহত হয় এবং তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পরে তার মৃত্যু হয়। এ

ব্যাপারে শাহ আলী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনিছুর রহমানের সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি বলেন।

মোঃ আনিছুর রহমান, অফিসার ইনচার্জ, শাহ আলী মডেল থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

অফিসার ইনচার্জ মোঃ আনিছুর রহমান,অধিকারকে জানান, ২৫ মার্চ ২০১২ সন্ধ্যায় মিরপুরের চিড়িয়াখানা রোডের রাইনখোলা মোড়ে দুই দুর্বৃত্ত মোটর সাইকেলে যাওয়ার সময়ে ডিউটিরত পুলিশ সদস্যরা চ্যালেঞ্জ করলে দুর্বৃত্তরা পুলিশের দিকে গুলি করে। সে সময়ে পুলিশ সদস্যরাও আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালালে মোঃ মাসুদ আলী মিয়া নামের এক দুর্বৃত্ত গুলিবিদ্ধ হয়। আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পরে মোঃ মাসুদ আলীর মৃত্যু হয়। তিনি আরো বলেন, এএসআই মোঃ মশিউর রহমান ও এএসআই মোয়াজ্জেম হোসেন ওই সময়ে দুর্বৃত্তদের গুলিতে আহত হয়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মাসুদ রানা, এসআই, শাহ আলী মডেল থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা,

এসআই মাসুদ রানা অধিকারকে জানান, ২৫ মার্চ ২০১২ রাতে অফিসার ইনচার্জের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে যান এবং মোঃ মাসুদের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। তিনি সুরতহাল প্রতিবেদন সর্ম্পকে বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

মোঃ মোয়জ্জেম হোসেন, এএসআই, শাহ আলী মডেল থানা, ঢাকা

এএসআই মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন অধিকারকে মোবাইল ফোনে জানান যে, ২৫ মার্চ ২০১২ সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় মিরপুরের চিড়িয়াখানা রোডের রাইনখোলা মোড়ে অবস্থিত নির্মাণাধীন ভবন সেতু হোমসের সামনে পুলিশ ও দুর্বৃত্তদের মধ্যে গোলাগুলির কারণে তিনি রাজারবাগ পুলিশ লাইন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এ ব্যাপারে শাহ আলী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনিছুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বলেন।

ডা. আ.খ.ম শফিউজ্জামান, প্রভাষক, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

ডা. আ.খ.ম শফিউজ্জামান অধিকারকে জানান ২৫ মার্চ ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.০০টার দিকে শাহ আলী মডেল থানার পুলিশ সদস্যরা একটি লাশ মর্গে আনেন। তিনি সেই লাশের ময়না তদন্ত করেন। তিনি লাশের তলপেটের ডানপাশে গুলির চিহ্ন দেখতে পান, যা পেছন দিকে কোমড়ের বাম পাশে দিয়ে বের হয়ে গেছে এবং যৌনাঙ্গের গোড়ার ২ ইঞ্চি বাম দিকে গুলির চিহ্নও দেখতে পান, যা পেছন থেকে বের হয়ে গেছে বলে জানান।

মোহাম্মদ আরিফ (৩০), মাসুদের লাশের গোসলদানকারী

মোহাম্মদ আরিফ অধিকারকে জানান, ২৫ মার্চ ২০১২ আনুমানিক রাত ১২.০০টায় তিনি মোঃ মাসুদ আলীর গোসল সম্পন্ন করেন। সে সময়ে তিনি দেখেন, মাসুদের দুই হাতে রক্ত, পেটের ওপরে, কুঁচকিতে এবং দুই হাঁটুর পাশে গুলির চিহ্ন রয়েছে।

-সমাপ্ত-